উপনির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতাকারী সংসদ সদস্য প্রার্থীদের তথ্য বিশ্লেষণ

সুজন–সুশাসনের জন্য নাগরিক **(১৮ জানুয়ারি ২০১১)** www.votebd.org; www.shujan.org

হবিগঞ্জ-১ এবং ব্রাহ্মণবাড়িয়া-৩ আসনের আওয়ামী লীগ মনোনীত মাননীয় সংসদ সদস্য জনাব দেওয়ান ফরিদ গাজী এবং জনাব লুৎফুল হাই সাচ্চু পরলোকগমন করায় আসন দুটি শূন্য হয়। শূন্য আসনগুলোতে উপনির্বাচন অনুষ্ঠিত হতে যাচ্ছে আগামী ২৭ জানুয়ারি ২০১১। নির্বাচনী বিধি অনুয়ায়ী প্রার্থীগণ মনোনয়নপত্রের সঙ্গে হলফনামা আকারে ৮ ধরনের তথ্য এবং আয়কর রিটার্নের কপি দাখিল করেছেন। প্রসঙ্গত, সুজনে'র প্রচেষ্টার ফলেই নাগরিকদের তথ্যপ্রাপ্তির এ অধিকার প্রতিষ্ঠিত হয়েছে এবং উচ্চ আদালত এটিকে ভোটারদের মৌলিক অধিকার বলে স্বীকৃতি দিয়েছেন।

আমরা সুজনে'র উদ্যোগে প্রার্থীদের দেওয়া তথ্যসমূহ বিশ্লেষণ করে গণমাধ্যমের সহযোগিতায় জনগণের কাছে তুলে ধরছি। এ বিশ্লেষণের ভিত্তি হলো নির্বাচন কমিশনের ওয়েবসাইট থেকে পাওয়া প্রার্থীদের প্রদত্ত তথ্য। এসকল তথ্যের ভিত্তিতে তৈরি প্রার্থীদের তুলনামূলক চিত্র হবিগঞ্জ-১ এবং ব্রাহ্মণবাড়িয়া-৩ আসনের ভোটারদের মধ্যে বিতরণ করা হচ্ছে। এছাড়া দুটি নির্বাচনী এলাকায়ই সুজনে'র উদ্যোগে 'ভোটার-প্রার্থী' মুখোমুখি অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হচ্ছে।

প্রার্থীগণ তাদের হলফনামায় শিক্ষাগত যোগ্যতা, পেশা/জীবিকা, অতীতে এবং বর্তমানে ফৌজদারী মামলা হয়েছে কি না, প্রাথী এবং প্রার্থীর ওপর নির্ভরশীলদের অস্থাবর ও স্থাবর সম্পদের বিবরণ, প্রার্থীর ঋণ সংক্রান্ত তথ্য, কর প্রদানের তথ্য জমা দিয়েছেন। এ সকল তথ্য প্রদানের উদ্দেশ্য হলো ভোটারদেরকে ক্ষমতায়িত করা, যাতে তারা জেনে-শুনে-বুঝে তাদের ভোটাধিকার প্রয়োগ করতে পারে।

সুজনে'র সক্রিয় প্রচেষ্টায় এবং গণমাধ্যমের সহায়তায় বাংলাদেশের নির্বাচনী প্রক্রিয়া ও প্রতিষ্ঠানের সংস্কার কিছুটা এগিয়েছে। যেমন, ছবিসহ ভোটার তালিকা প্রস্তুত, হলফনামার মাধ্যমে প্রার্থীদের তথ্য প্রদানের বাধ্যবাধকতা, রাজনৈতিক দলের বাধ্যতামূলক নিবন্ধন, দলের অধিকতর আর্থিক স্বচ্ছতা, মনোনীত প্রার্থীদের যোগ্যতা-অযোগ্যতার আরও কঠোর মানদণ্ড, রাজনৈতিক দলের অভ্যন্তরে গণতন্ত্রের চর্চা, দলের অঙ্গ-সহযোগী সংগঠন ও বিদেশী শাখার বিলুপ্তি, রাজনৈতিক দলে অধিক হারে নারীর অন্তর্ভূক্তিকরণ, দলের তৃণমূলের কমিটিগুলোর সুপারিশের ভিত্তিতে জাতীয় সংসদ নির্বাচনে প্রার্থী মনোনয়ন ইত্যাদি ক্ষেত্রে নির্বাচনী আইনে গুরুত্বপূর্ণ বিধান সংযোজিত হয়েছে। দুর্ভাগ্যবশত নবম জাতীয় সংসদ এ সকল বিধানের কয়েকটি অনুমোদন করেনি এবং সরকার অনেকগুলো বাস্তবায়নে ব্যর্থ হয়েছে।

সংসদ সদস্য প্রার্থীদের বিশ্লেষণকৃত তথ্যসমূহ নিম্নে প্রদত্ত হলো:

শিক্ষাগত যোগ্যতা

উপনির্বাচন এলাকা	প্রার্থী	এসএসসির নীচে	এসএসসি	এইচএসসি	স্নাতক	স্নাতকোত্তর	উল্লেখ নাই	মোট
হবিগঞ্জ ১	৫	-	-	২	১	২	-	৫
ব্রাহ্মণবাড়িয়া ৩	৪	১	-	১	১	১	-	৪
মোট	**৯**	**১ (১১.১১%)**	**-**	**৩ (৩৩.৩৩%)**	**২ (২২.২২%)**	**৩ (৩৩.৩৩%)**	**-**	**৯ (১০০%)**
নবম জাতীয় সংসদ নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থী	১৫৬৬	১৪৬ (৯.৩৩%)	১০৩ (৬.৫৮%)	২২৫ (১৪.৩৭%)	৫২৬ (৩৩.৫৮%)	৫৫০ (৩৫.১২%)	১৬ (১.০২%)	১৫৬৬ (১০০%)
নবম জাতীয় সংসদে নির্বাচিত	৩০০	৫ (১.৬৬%)	১৪ (৪.৬৭%)	৩১ (১০.৩৩%)	১৩৩ (৪৪.৩৩%)	১১৩ (৩৭.৬৬%)	৪ (১.৩৩%)	৩০০ (১০০%)

তথ্য সূত্র: নির্বাচন কমিশন

- উপনির্বাচনে চূড়ান্ত সংসদ সদস্য পদপ্রার্থীর সংখ্যা গড়ে ৪.৫ জন। গত ২৯ জানুয়ারি, ২০০৮ তারিখে অনুষ্ঠিত ২৯৯টি এবং পরবর্তীতে অনুষ্ঠিত উপনির্বাচনগুলোতে গড় প্রার্থী সংখ্যা ছিল ৫.২২।
- চূড়ান্ত প্রতিদ্বন্দ্বিতাকারী ৯ জন সংসদ সদস্য প্রার্থীর মধ্যে ৫৫.৫৫% প্রার্থীর স্নাতক ও স্নাতকোত্তর ডিগ্রী রয়েছে। উল্লেখ্য, নবম জাতীয় সংসদ নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতাকারী চূড়ান্ত প্রার্থীদের ৬৮. ৭০% এবং ৮২% নির্বাচিত প্রতিনিধিদের স্নাতক ও স্নাতকোত্তর ডিগ্রী রয়েছে।
- ৯ জন প্রার্থীর মধ্যে একজনও নারী প্রার্থী নেই যা নারীর রাজনৈতিক ক্ষমতায়নের জন্য কোনোভাবেই ইতিবাচক নয়।

পেশা সংক্রান্ত তথ্য

বিভাগ	প্রার্থী	কৃষি	ব্যবসা	চাকুরি	আইনজীবী	অন্যান্য	মোট
হবিগঞ্জ ১	৫	-	৪	-	১	-	৫
ব্রাহ্মণবাড়িয়া ৩	৪	১	৩	-	-	-	৪
মোট	**৯**	**১ (১১.১১%)**	**৭ (৭৭.৭৭%)**	**-**	**১ (১১.১১%)**	**-**	**৯ (১০০%)**
নবম জাতীয় সংসদ নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থী	১৫৬৬	১৪৭ (৯.৩৮%)	৭৭৮ (৪৯.৬৮%)	৩১৪ (২০.০৬%)	১৭৪ (১১.১২%)	১৫৩ (৯.৭৬%)	১৫৬৬ (১০০%)
নবম জাতীয় সংসদে নির্বাচিত	৩০০	১৯ (৬.৩৩%)	১৭১ (৫৭%)	২৫ (৮.৩৩%)	৪৬ (১৫.৩৪%)	৩৯ (১৩%)	৩০০ (১০০%)

তথ্য সূত্র: নির্বাচন কমিশন

- সংসদ সদস্য প্রার্থীদের মধ্যে ৭৭.৭৭% ব্যবসায়ী। দুই আসনেই ব্যবসায়ী প্রার্থীর আধিক্য দেখা যায়। উল্লেখ্য, নবম জাতীয় সংসদ নির্বাচনে নির্বাচিত সংসদ সদস্যদের ৫৭% তাদের পেশা ব্যবসা বলে হলফনামায় ঘোষণা দিয়েছেন। নবম সংসদের চূড়ান্ত প্রার্থীদের ৫০% ছিলেন ব্যবসায়ী।
- উপনির্বাচনে অধিকাংশ প্রার্থী ব্যবসায়ী এবং নবম জাতীয় সংসদে নির্বাচিত অধিকাংশ প্রার্থীও ব্যবসায়ী হওয়ায় এটি সুস্পষ্ট যে, আমাদেও রাজনীতি ব্যবসায়ীদেও করায়ত্ত হয়ে গিয়েছে, যা গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ার জন্য ইতিবাচক নয়।

মামলা সংক্রান্ত তথ্য

বিভাগ	কতজনের বিরুদ্ধে বর্তমানে মামলা আছে	অতীত মামলা আছে কতজনের বিরুদ্ধে	বর্তমান ও অতীত মামলা দুইটাই আছে কতজনের বিরুদ্ধে	৩০২ ধারায় মামলা (অতীত)	৩০২ ধারায় (বর্তমান)
হবিগঞ্জ ১	-	১	১	-	-
ব্রাহ্মণবাড়িয়া ৩	৩	১	৩	১	-
মোট	**৩ (৩৩.৩৩%)**	**২ (২২.২২%)**	**৪ (৪৪.৪৪%)**	**১ (১১.১১%)**	**-**

- বর্তমানে মামলায় অভিযুক্ত আছেন ৩৩.৩৩% প্রার্থী এবং অতীতের মামলায় অভিযুক্ত ২২.২২%। যেখানে নবম সংসদ নির্বাচনে বিজয়ী প্রার্থীদের ৪৬ শতাংশের বিরুদ্ধে অতীতে মামলা ছিল এবং ৩১ শতাংশের বিরুদ্ধে বর্তমানে মামলা আছে।
- বর্তমান মামলা এবং অতীত মামলা দুটো মিলিয়ে মামলা আছে ৪ জন এর বিরুদ্ধে।
- এবারের উপনির্বাচনে অতীতে একজনের বিরুদ্ধে ৩০২ ধারা অর্থাৎ হত্যা মামলা ছিল। ফলাফল: তদন্তকারী কর্মকর্তা চূড়ান্ত প্রতিবেদন দিয়েছেন এবং অদালত কর্তৃক গৃহীত হয়েছে।

স্থাবর ও অস্থাবর সম্পদের তথ্য

বিভাগ	প্রার্থী	৫ লক্ষের নীচে	৫ লক্ষ ১ টাকা থেকে ১৫ লক্ষ টাকা	১৫ লক্ষ ১ টাকা থেকে ২৫ লক্ষ টাকা	২৫ লক্ষ ১ টাকা থেকে ৫০ লক্ষ টাকা	৫০ লক্ষ ১ টাকা থেকে ১ কোটি টাকা	১ কোটি টাকা ১ টাকা থেকে ১০ কোটি টাকা	১০ কোটি টাকার উপরে	উল্লেখ নাই
হবিগঞ্জ ১	৫	১	১	২	-	১	-	-	-
ব্রাহ্মণ বাড়িয়া ৩	৪	২	-	-	-	-	২	-	-
মোট	**৯**	**৩ (৩৩.৩৩%)**	**১ (১১.১১%)**	**২ (২২.২২%)**	**-**	**১ (১১.১১%)**	**২ (২২.২২%)**	**-**	**-**

তথ্য সূত্র: নির্বাচন কমিশন

- হলফনামায় প্রদত্ত স্থাবর ও অস্থাবর সম্পদের বিবরণী বিশ্লেষণ করলে দেখা যায়, সংসদ সদস্য প্রার্থী এবং তাদের ওপর নির্ভরশীলদের মধ্যে ৩৩.৩৩% কোটিপতি রয়েছেন। উল্লেখ্য, দুইজন প্রার্থী তাদের স্থাবর সম্পত্তির মূল্য উল্লেখ করেননি, তাই প্রদত্ত তথ্য অসম্পূর্ণ। বর্তমান নির্বাচিতদের মধ্যে প্রায় ৪৪% কোটিপতি আছেন। অর্থাৎ আমাদের সংসদ কোটিপতিদের ক্লাবে পরিণত হচ্ছে।

- এক তৃতীয়াংশ অর্থাৎ ৩৩.৩৩% প্রার্থীর স্থাবর-অস্থাবর সম্পদের পরিমাণ ৫ লক্ষ টাকার নীচে।

ঋণ সংক্রান্ত তথ্য

বিভাগ	প্রার্থী	৫ লক্ষের নীচে	৫ লক্ষ ১ টাকা থেকে ১৫ লক্ষ টাকা	১৫ লক্ষ ১ টাকা থেকে ২৫ লক্ষ টাকা	২৫ লক্ষ ১ টাকা থেকে ৫০ লক্ষ টাকা	৫০ লক্ষ ১ টাকা থেকে ১ কোটি টাকা	১ কোটি টাকা থেকে ১০ কোটি টাকা	১০ কোটি টাকার উপরে
হবিগঞ্জ ১	৫	-	১	-	-	-	-	-
ব্রাহ্মণবাড়িয়া ৩	৪	-	-	-	-	-	-	১
মোট	**৯**	-	**১ (১১.১১%)**	-	-	-	-	**১ (১১.১১%)**

তথ্য সূত্র: নির্বাচন কমিশন

- মাত্র ২ জন প্রার্থীর এবং প্রার্থীর ওপর নির্ভরশীলদের ঋণ রয়েছে।

কর সংক্রান্ত তথ্য

বিভাগ	প্রার্থীর সংখ্যা	কর প্রদাণকারীর সংখ্যা
হবিগঞ্জ ১	৫	৩ (৬০%)
ব্রাহ্মণবাড়িয়া ৩	৪	১ (২৫%)
মোট	**৯**	**৪ (৪৪.৪৪%)**

- মেয়র পদপ্রার্থীদের প্রায় ৪৪.৪৪% শতাংশ কর প্রদান করে থাকেন।

তিন লক্ষ টাকা কিংবা তার উপর আয় উপার্জনকারী ব্যবসায়ী এবং চাকুরীজীবীদের কর প্রদানের তথ্য

বিভাগ	প্রার্থী	বাৎসরিক ৩ লক্ষ টাকার অধিক আয় (ব্যবসায়ী)	কর প্রদান করেছেন	বাৎসরিক ৩ লক্ষ টাকার অধিক আয় (চাকুরীজীবী)	কর প্রদান করেছেন	বাৎসরিক ৩ লক্ষ টাকার উপর আয় (অন্যান্য)	কর প্রদান করেছেন	বাৎসরিক ৩ লক্ষ টাকার উপর আয় এমন মোট সংখ্যা	মোট কর প্রদান করেছেন
হবিগঞ্জ ১	৫	১	১	-	-	-	-	১	১
ব্রাহ্মণ বাড়িয়া ৩	৪	১	১	-	-	-	-	১	১
মোট	৯	২	২ (১০০%)	-	-	-	-	২	২ (১০০%)

তথ্য সূত্র: নির্বাচন কমিশন

- তিন লক্ষ টাকা কিংবা তার উপর আয় এমন প্রার্থীর সংখ্যা ২ জন। ২ জনই ব্যবসায়ী এবং কর প্রদান করেন।

উপসংহার:

আমরা মনে করি যে, হলফনামায় প্রার্থীদের সঠিক তথ্য প্রদান করার সংস্কৃতি গড়ে তোলা গেলে স্থানীয় ও জাতীয় নির্বাচনে অংশগ্রহণের জন্য সৎ-যোগ্য ও জনকল্যাণে নিবেদিত প্রার্থীদের আগ্রহ বাড়বে। অবাঞ্চিত প্রার্থীরা নির্বাচনী ময়দান থেকে দূরে থাকবে। একইসাথে ভোটাররাও প্রার্থীদের সম্পর্কে বিস্তারিত জেনে তারা সঠিকভাবে ভোটাধিকার প্রয়োগ করতে পারবে। এজন্য অবশ্য প্রয়োজন হবে নির্বাচন কমিশনের পক্ষ থেকে প্রার্থীদের প্রদত্ত তথ্য পরিপূর্ণভাবে যাচাই-বাছাই করা এবং তথ্য গোপনকারীদের ও অসম্পূর্ণ তথ্য প্রদানকারীদের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণ।

আমার ভোট আমি দেব
জেনে-শুনে-বুঝে দেব
সৎ-যোগ্য ও জনকল্যাণে নিবেদিত ব্যক্তিকে দেব।